গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	৩০/০৪/২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি যথাসময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

(০২) সভার প্রারম্ভে ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

(০৩) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৩.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১০৬৩.১৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৯৪২.৪৪ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৮.৬৪%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১৪.৯০ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৫.৮৬%। জুলাই-মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৪১.৬৫%।

(০৪) সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২৩ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৯২.৯১ কোটি টাকা।

এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৮৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.১৮%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৭.২৬ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮১.১৭%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৭১.০০ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৫৮.৭৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.৮৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫২৯.৯৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৪.৮৫%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৯৯.০৬ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৩০০.৬৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫.৩৪%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৬ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৯.১৩%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবমুক্ত করা হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। এ প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ২০%।

(০৫) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৯০.২৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৭.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৬.৯৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪.৫৫ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৮.২৩%।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তকৃত ০৪টি স্টেশনের মধ্যে (১) গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মর্ডাণ ফায়ার স্টেশন ২৮/০৯/২০২২ তারিখে (২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার মডার্ণ ফায়ার স্টেশন ১১/১২/২০২২ তারিখে এবং (৩) রূপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা ফায়ার স্টেশন ০৭/০৩/২০২৩ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। অপর ০১টি (৪) গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ণ ফায়ার স্টেশন এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেছেন। আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে (৫) রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর-৮৯% (৬) কোনাবাড়ী, গাজীপুর-৬৭% (৭) কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম-৯৯% (৮) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ-৮০% এই ৪টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট ৩টি স্টেশনের মধ্যে (৯) কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪৮%, (১০) শিবু মার্কেট, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ২০% এবং (১১) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪০%। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে এই ০৩টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরোও অবহিত করেন যে, ১১টি ফায়ার স্টেশনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, আগামি ডিসেম্বর, ২০২৩ এর পূর্বেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ১১টি মডার্ণ সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বলার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, উক্ত প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি ভুক্ত বিধায় মোট বরাদ্দের ১৫% সংরক্ষিত রাখতে হয়। বাকী বরাদ্দের ৮৫% হিসাবে ৫৬.৯৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং এর ৪৪.৫১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। যা ছাড়কৃত অর্থের ৭৮.১৬%।

প্রস্তাবিত মেয়াদের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কাজের গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ আগামী ডিসেম্বরের পূর্বেই সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। সভায় ১১ মডার্ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রদেয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। গত ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং ৩১/১০/২০২২ তারিখে কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন করে এ প্রকল্পের ২৩টি প্যাকেজের ৪০ প্রকার অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ কারিগরি মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করে ১০ প্রকার সরঞ্জামাদির NOA ০৮/১২/২০২২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট সরঞ্জামাদির পুন:দরপত্র ২০/০২/২০২৩ তারিখে উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) নির্মাণ কাজে পিছিয়ে পড়া ফায়ার স্টেশন সমূহের নির্মাণ কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

(খ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Projectপ্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৮৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা । অগ্রগতি ৮৭.৬৫%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯১%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় উন্নয়ন সহযোগীদের (KOICA) কাছ হতে ব্যয়িত খরচের হিসাব আনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দক্ষিণ কোরিয়া ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দিয়ে কন্ট্রোল সিস্টেম চালু রাখতে হবে। প্রকল্পে নির্ধারিত জনবল কাঠামো মোতাবেক পদ সৃজন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(গ) <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ</u>:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রির্পোটসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২১-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	এ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসনের আয়তনে র পরিমান বিধি বিধানের কোন ব্যতয় না ঘটলে ১২৫০ স্কয়ার ফিট এবং ১০০০ স্কয়ার ফিট করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে নিয়মের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর । গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	গত ০৬/০২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তমতে এ অধিদপ্তরের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

(০৬) <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২.০৮.২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবমুক্ত করা হয়েছে ২০.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা

অবমুক্তকৃত অর্থের ২০%।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন প্রকল্প হিসেবে ০৫টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮ বিভাগীয় শহরে ১২টি জেলায় মাদকাসক্তি সনাক্তকরণ পরীক্ষা (ডোপ টেস্ট) প্রবর্তন প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্পের ডিপিপি ০২টি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ২০২২ সম্প্রতি হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত রেট সিডিউল অনুযায়ী মে ২৩ এর মধ্যেই ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। সভাপতি মহোদয় গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে মে, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি চুড়ান্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্প ০২টি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(০৭) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ০৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠনের নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠনের নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২। স্থাপত্য অধিদপ্তর

(০৮) <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩২৮১.৫৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৭৯%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫১১.১৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.২৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৯৭.৩৯ কোটি টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৯৭.৩১%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৫১৫.০০ কোটি টাকা। গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে ৮৪.০০ কোটি টাকার এলসি ওপেন করা হয়েছে। এখন সি এন্ড এফ অফিসে আছে। সি এন্ড এফ অফিস থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত এটি ছাড় প্রদান করা হবে। কনসালটেন্সি বিল জুন/২০২৩ এ প্রদান করা হবে। বাকী বেতন ভাতা দ্রুত প্রদান করা হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তিনি আরো সভাকে অবহিত করেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনালের জন্য দু'টি ই-গেটের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। স্টক শেষ হওয়ার আগেই বুকলেট কম্পোনেন্ট এর চাহিদা দেয়া আছে। জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার, ফেব্রুয়ারি মাসে ৪ লক্ষ ০৮ হাজার, মার্চ মাসে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার এবং এপ্রিল মাসে ২৭/৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭২ হাজার মোট ০৪ মাসে ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার কম্পোনেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। পাসপোর্ট প্রিন্ট হওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক

বলেন, জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ৫,০৪,৫০৭টি, ফ্রেবুয়ারি মাসে ৪,৫৯,৮৯৮ টি, মার্চ মাসে ৪,৬২,৭৬৬টি, এপ্রিল মাসে ৩,৩২,৩৮৮টি মোট ১৭,৫৯,৫৫৯ টি পাসপোর্ট প্রিন্ট করা হয়েছে। এ হারে পাসপোর্ট প্রিন্ট হলে আগামী মাস গুলোতে ন্যূনতম ৫২ লক্ষ পাসপোর্ট প্রিন্ট করা সম্ভব হবে। এ বছরে সম্ভাব্য পাসপোর্ট প্রিন্ট ধরা হয়েছিল ৫৮ লক্ষ। বেসিক ৩ এর ৪ টি কনসাইনমেন্টের ৩টি এসে গেছে বাকীটা জুন /২০২৩ মাসে চলে আসবে। সভাপতি পিআইসি ও পিএসসি সভার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৪টি পিআইসি সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি মহোদয় তার কাছ থেকে সময় নিয়ে পিআইসি ও পিএসসি সভা দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৮.৪৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৯১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৬.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৭.৬০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৫%। এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২.৫৯ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৮.৪৭%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পূর্ত কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ভবনের তিনতলা ছাদ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ২১টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে তন্মেধ্যে প্রথম পর্যায়ে ০৮টির মধ্যে ০৫টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বাকি ০৩টির নির্মাণ কাজ আগামী জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট স্টেশনগুলোর নির্মাণ কাজ আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। ০১ টি জেলা পাসপার্ট অফিসের এক্সটেনশন হয়ে গেছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের মেয়াদের বিষয়ে জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই সকল স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। লিফট সংযোজনের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী মাসের ০৫ তারিখ টেন্ডার ওপেন করা হবে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং তারা চেষ্টা করছেন মেয়াদের আগে প্রকল্প এর কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটিকে আগামী অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

(০৯) কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৩.৮১ কোটি টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.২৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা, অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮.১৩ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৭৭%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০.৯৩ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৭.৪০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, আরএডিপি বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার মধ্যে ২২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। আগামী ৮ ও ৯ মে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পটি ‘বি’ ক্যাটাগরী বিধায় ১৫% সংরক্ষণ করে প্রকল্প ব্যয় করতে হবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের প্রস্তাব বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি হলে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে কিনা জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কাজ শেষ হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি কারা অধিদপ্তরের দীর্ঘ মেয়াদী চলমান অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্পের কাজ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী ০৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে মর্মে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৬৭.৪৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৮.০৮ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৮.০৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬.৭২ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৪.৭৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলতি অর্থ বছরে শেষ হবে । গত ৩০/০৪/২০২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ১৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা কেটে যাওয়ার কারণে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এখন প্রকল্পে কোন সমস্যা নেই। গাড়ী বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিজে এ বিষয়ে তদারকি করছেন মর্মে সভাকে জানান। সভাপতি মহোদয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের ১টি কপি তাকেঁ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে;

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৫.০০ কোটি টাকা। যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এখনো প্রকল্পের কোনো ব্যয় করা যায়নি। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গত ১৮/০৪/২০২৩ তারিখে একনেকে পিইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে যার কার্যবিবরণী এখনো পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটি অনুমোদন ও অর্থছাড় হওয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালক

সভাপতি মহোদয় ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সভাপতি প্রত্যেক পরিচালককে স্ব-উদ্যোগে প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মহোদয় এর সাথে আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প দ্রুত সম্পন্নের নিমিত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বিত উদ্যেগ গ্রহণ করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুততার সাথে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.৯৭ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.৯৭ কোটি টাকা। যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (CCEA) গত ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব নির্ধারিত ফরমেটে আগামি ৩১/০৩/২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬০.০১ কোটি টাকা, অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৩৬.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৪৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ১৬.৫৩%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, কারা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গত ২১-০৯-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক, প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সাথে আলোচনা করেছেন। সভাপতি প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করেন। কারা মহাপরিদর্শক পিআইসি ও পিএসসি সভার বিষয়ে অবহিত করলে সভাপতি বলেন, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) এর সাথে আলোচনা করে জুম অনলাইন প্লাটফরমে সভা সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৬.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৩.৪৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭১.২৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৯.৯৩%। প্রকল্প পরিচালক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান যে, ডিপিপি ১ম সংশোধন করা হয়েছে । গত ১৮/০২/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন যে, সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ২২/০১/২০২৩ তারিখ পিইসি সভা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার নকশা ফায়ার সার্ভিস বিভাগের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে জানানো হয়, খুব দ্রুতই নকশা অনুমোদন করা হবে। সভাপতি প্রকল্পের কাজ দ্রুত, সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) <u>নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প</u>:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৫.২৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৭.৫০%।এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪.৬৯ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৭.৯৩%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। অন্য প্রকল্প থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তন্মধ্যে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩.৩৭ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির ক্যাটাগরী পরিবর্তন না হওয়ায় বর্তমানে অর্থ ছাড় বন্ধ আছে। এতে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে বিধায় প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় প্রয়োজনে প্রকল্পের ক্যাটগরী পরিবর্তনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, ক্যাটাগরী সমস্যার সমাধান হলে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) <u>জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪.৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৯০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৪৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ২৭.৩৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পূর্ত কাজের ৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি কাজ চলমান, ২টি প্যাকেজের কাজ এখনো শুরু করা যায়নি এবং ১টি প্যাকেজের ২ বার টেন্ডার করা হয়েছে কিন্তু কাঙ্খিত

দরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় আরো ১ বার টেন্ডার আহবান করতে হবে। বাকী গুলোর কাজ চলমান আছে। জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৯.২৩৭৮ একর জমির প্রস্তাব গত সপ্তাহে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত কিন্তু সঠিক সময়ে শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন /২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাব আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৯/০৪/২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি একটু ব্যাহত হচ্ছে। অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে, বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষন করেন।

সভাপতি মহোদয় অর্থ ব্যয় বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে অর্থ বরাদ্দ চাওয়ার বিষয়টি জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে অর্থ বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। ২০ কোটি টাকার মধ্যে ৫ থেকে ০৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, প্রত্যেক প্রকল্পের অর্থের দরকার আছে। সভাপতি প্রকল্পের সমস্যাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ পর্যায়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) সভায় বলেন, যে সব প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না, সেসব অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়টি দেখার জন্য পরামর্শ দেন।

প্রকল্পের ০৭ (সাতটি) প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ ও ২-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্যাকেজ-৩ এসটিপি-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। শেষের দিকে করা হবে। প্যাকেজ-৪ বহি: পানি সরবরাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। প্যাকেজ-৫ বহি:গ্যাস সরবরাহ-এর ২য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্রটি ওপেন করে মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-৬ বনায়ন-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। এটি সাধারণত শেষের দিকে করা হয়। প্যাকেজ-৭ বিদ্যুতায়ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি ব্যতীত বাকী সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র হয়ে গিয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৩/২০২৩ তারিখে আইএমইডি ও ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়া গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ৪.৫ নং অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের লক্ষ্যে ০২-১১-২০২২ তারিখ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ হতে ২৮-১২-২০২২ তারিখ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১০-০১-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্স এর দরের বিষয়ে মতামত চেয়ে ৩১-০১-২০২৩ তারিখ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর মতামতের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চেয়ে ২২-০২-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৬/০৪/২০২৩ তারিখের ৮৭ নং স্মারকমূলে High-roof শব্দটি বাদ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এর কারিগরি সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

৪.	এ্যাকসেস টু জাস্টিস থ্রু প্রিজন এন্ড পলিসি রিফর্মস প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	গত ০৯-০৮-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে ২৬ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে সংশোধিত টিএপিপি গত ০৩-০৭-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে ০২-০৮-২০২২ তারিখ টিএপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে; সে মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করে ১৫-১১-২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১২-১২-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৩/০৪/২০২৩ তারিখ প্রকল্পের এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

সভাপতি মহোদয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

(১০) আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১১২

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০
১৪ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১০) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৫) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৬) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২০) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২২) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

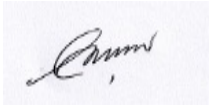

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব